শামীমা নাইস

বৈরী বসন্তে অনায়ত্ত অন্তর্লোক

প্রান্ত প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা-২০২৫

বৈরী বসন্তে অনায়ত্ত অন্তর্লোক
শামীমা নাইস
প্রকাশক
মো. আমিনুর রহমান
প্রান্ত প্রকাশন

ISBN: 978-984-99808-3-4

উৎসর্গ

নানা ভাই
অধ্যাপক এবং মুক্তচিন্তার আধুনিক মানুষ
মরহুম ফরহাদ আলী খন্দকার
তাঁর অনিঃশেষ অনুপ্রেরণায় আমার নিরন্তর কবিতার সাধনা...

কবি শামীমা নাইসের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

১. নিমগ্ন প্রার্থনায় তুমি।
২. শূন্যতার প্রতিবিম্বে অতল জোছনা।
৩. নিঃসঙ্গ অরণ্যে নীল ঘাসফুল।

কবির কথা

কবিতা বিষয়ে দার্শনিক প্লেটো (*Plato*) বলেছেন, *"... At the touch of a lover, everyone becomes a poet."* চমৎকার কথা। ব্যক্তি মানুষের জীবনদর্শন ও অভিজ্ঞতার শৈল্পিক উদ্ভাস কবিতা। যাপিত জীবনের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে সমন্বিত মানবিক জীবনদর্শন, জাগ্রত চেতনা ও মূল্যবোধ উঠে আসে কবির কলমে।

আমার অনুভবে যা বুঝি এবং জানি সে সবই এঁকে যাই শিল্পপাতায়। অপ্রত্যাশিত বিরহ, মনের জমিনে তপ্ত দহন, ক্লান্তিময় দিন, মেঘময় জলজ ঠোঁট, সময়ের আগ্রাসী নিঃশ্বাসকে পেছনে ফেলে, সীমা ও সময়ের যোগসূত্র দূরে রেখে ডুবে গেছি কবিতার নান্দনিক ছন্দে।

কবিতার খাতায় ফোটাতে চেয়েছি মানবতার ফুল। সময়ের সীমাবদ্ধতাকে করেছি অতিক্রম। একটা আলোকিত পৃথিবীর স্বপ্ন এঁকে চলেছি কবিতার ক্যানভাসে। কতটা দীপ্তি, কতটা আলো ছড়াতে পেরেছি আমার লেখায় সেসব বিচার বিশ্লেষণের ভার বোদ্ধা পাঠকের।

কবিতা আমার ধ্যান, জ্ঞান, আরাধনা। কাব্যজগতে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে বুঝতে সচেষ্ট থেকেছি কবিতার কাব্যরস, সৌন্দর্যের গুণ, আবেগের তীব্রতা, ছান্দসিক শব্দ প্রয়োগ; আত্মস্থ করতে চেয়েছি অনিবার্য ভাবার্থের বাক্যবিন্যাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পের আন্দোলিত সৃষ্টির উদাহরণ। আমার "বৈরী বসন্তে অনায়ত্ত অন্তর্লোক" চতুর্থ কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় রোমান্টিক জীবনভাবনায় প্রত্যাশার পাশাপাশি ক্ষোভ ও দ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। বিষাদময় জীবন মন্থনে অন্তক্ষরণ থেকে অমৃত কাব্য রচনার চেষ্টা করেছি। বিষাদ, যন্ত্রণাকে বনবাসে পাঠিয়ে কিছু সুখের কবিতা লেখার চেষ্টাও করেছি।

"নিমগ্ন প্রার্থনায় তুমি"; শূন্যতার প্রতিবিম্বে অতল জোছনা" এবং "নিঃসঙ্গ অরণ্যে নীল ঘাসফুল" আমার তিনটি কাব্যগ্রন্থই পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। সেসব কারণে কবিতার প্রতি আমার নির্মোহ দায়বদ্ধতা বেড়েছে। আমার চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ "বৈরী বসন্তে অনায়ত্ত অন্তর্লোক" সহজ সরল আটপৌরে শব্দে লেখা। আশা রাখি কাব্যগ্রন্থটি বিদগ্ধ পাঠকের নিবিড় মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। সকল পাঠকের প্রতি আমার বিনম্র কৃতজ্ঞতা।

প্রান্ত প্রকাশন-এর কর্ণধার, প্রিয়ভাজন মো. আমিনুর রহমানকে সবিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আমার মা, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক আনোয়ারা বেগমের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা। পরিবারের সকল সদস্য, ভাই বোন, আত্মীয়, বন্ধু স্বজন, সহকর্মী, সুহৃদ, সাংবাদিকবৃন্দসহ সকলের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা।

বইটিতে কিছু মুদ্রণ ত্রুটি চোখে পড়তে পারে; তার দায় সবটুকুই আমার। সকল ভুলত্রুটি দয়া করে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

প্রিয় কবি রবার্ট ফ্রস্ট (Robert Frost) এর ভাষায় বলতে চাই,

"But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep."

শামীমা নাইস
রাজশাহী
ফেব্রুয়ারী ০১, ২০২৫

কবিতাসূচি

নেচে ওঠে জলের নূপুর ০৯
সেই নক্ষত্র খচিত রাত ১০
জল পতনের শব্দ ১১
বিলাসী দুঃখ আমার ১২
আগন্তুক ১৩
অমর সৃষ্টি অমিত্রাক্ষর ১৪
কোথাও যাব না ১৫
নয় সে দূর ১৬
মাঝরাতের মেঘ ১৭
মমতার সুবাস ১৮
বৈরী বসন্তে অনায়ত্ত অন্তর্লোক ১৯
চলো দিগন্ত ছুঁয়ে আসি ২০
আমি তোমার ইউরিডিস ২১
জেগে থাকি ২২
আমার জীবনানন্দ ২৩
পরমাত্মীয় তুমি ২৫
মুছে দেব বিষাদ ২৭
ধরা দেয়নি কবিতা ২৮
উড়িয়ে ফানুস পুঞ্জমেঘে ২৯
দহন ৩০
হত্যা হয়ে যায় দুরন্ত কৈশোর ৩১
ঘোরলাগা ভালোবাসা ৩৩
ধূসর পেন্ডুলাম ৩৪
সমর্পণ ৩৫
মৌন তেপান্তর ৩৬
জাগতিক শত গল্প ৩৭
বেদনার্ত সুন্দর ৩৮
চোখ বুজে খুঁজি তারে ৩৯
স্বপ্নদ্রষ্টা মেয়ে ৪০
ফিইরা আইসো মাঝি ৪৬
একান্ত ব্যক্তিগত বিষাদ ৪৮
মৃদঙ্গ বাজিয়ে জলবতী মেঘ ৪৯
খুঁজি না তাকে ৫০
শুদ্ধ স্নান ৫১
সীমা আর সময়ের যোগসূত্র ৫২
শঙ্খ বন্দি দুঃখ ৫৩
স্বীকৃত স্বপ্ন ৫৪
বিষণ্ন রাত, বিপন্ন কবিতা ৫৫
ফুটুক মানবতার ফুল ৫৬
নির্মল নৈকট্য ৫৭
ধু-ধু নিঃসঙ্গতা ৫৮
সবাই না, কেউ কেউ জানে ৫৯
মোহ মেখে রেখে দেব প্রাণের ভেতর ৬০
জলজ অভিসার ৬১
সময়ের আগ্রাসী নিঃশ্বাস ৬২
নিঃশব্দ তৃপ্তি, প্রাপ্তিতে নয় ৬৩
বিশ্বাস ৬৪
তবু আসুক ৬৫
বলা হয়নি ৬৬
বেদনার সুরে ৬৭
অনুষ্ণ অনির্বাণ ৬৮
ধ্যানমগ্ন ৬৯
আহুতি ৭০
অতিথি গাঙচিল ৭১
হলুদ টিপ ৭২
দূরত্বকে দূরে রেখে ৭৩
নিদারুণ শূন্যতায় ৭৪
বসন্ত এসে দাঁড়ায় দুয়ারে ৭৫
স্মৃতির জানালা ৪১
কৃষ্ণমেঘের আঁচল ৪২
দুচোখে নেমেছে বর্ষাকাল ৪৩
এ অবেলায় ৪৪
মুঠোবন্দি স্বপ্ন ৪৫
ভালোবাসা সুবাসিত শিউলি যেন ৭৬
দীর্ঘ খরা ৭৭
নেমে আসুক মেঘময় ঠোঁট ৭৮
শুনেছিলাম বছর পাঁচেক আগে ৭৯
সকাল হোক্ রাগ হিন্দোলে ৮০

নেচে ওঠে জলের নূপুর

বসন্তের এই মিষ্টি রোদ জানে, ছায়া জানে
পলাশের ঘোরলাগা হাওয়া জানে
বাগান আলো করে রাখা বসন্তের ফুলগুলো জানে
কতটা বেদনায় কেঁদে ওঠে রোদের নূপুর!

তোমাকে না পেয়ে
মেঘভার বুকে নিয়ে
চুপচাপ বসে থাকে কবিতা দুপুর!

নিঃসঙ্গতার শুভ্র পালক খুলে
স্তব্ধ নীল নম্র বিকেলে, হৃদয়ে তুমুল ঢেউ তুলে
একবার এসে দেখে যাও
পত্র-পল্লবে কেমন সেজেছে বৃক্ষরাজি
টকটকে লাল শাড়িতে কেমন সেজেছে কৃষ্ণচুড়া!
দেখে যাও একবার
কোকিল কুহু কুহু ডাকে কেমন অস্থির করে রেখেছে কোকিলাকে!

বসন্তের পুষ্পিত সৌরভে
নন্দিত তারণ্যে
কৃষ্ণচূড়ার দিন ফুরিয়ে যাবার আগে
উষ্ণ প্রেমে এমন বসন্তদিনে
ঝুম্ ঝুম্ নেচে উঠুক জলের নূপুর
সরব হয়ে উঠুক উদাসী দুপুর ;
চলো বিসর্গহীন স্বর্গ রচি...
হাতে হাত রেখে এক আলোকবর্ষ হাঁটি।

সেই নক্ষত্র খচিত রাত

মনে কি পড়ে
তোমার আমার প্রথম দেখার ক্ষণ?
মনে পড়ে?
আকাশটা কেমন ময়ূরকণ্ঠী আঁচল বিছিয়ে
মিষ্টি করে হেসেছিল সেদিন!
নক্ষত্র খচিত রাত
উবু হয়ে চুমু খেয়েছিল সবুজ ঘাসে!
চাঁদটা নেমে এসে স্নান সেরেছিল
পদ্মার স্বচ্ছ টলটলে জলে!
মনে পড়ে প্রথম দেখার ক্ষণ?
ঘূর্ণিহাওয়ায় কেমন দুলে উঠেছিল
আমাদের তনু মন!
নীরব নিশিথে হৃদয়ের সান্নিধ্যে এসেছিল হৃদয়
নিঃশব্দ রাতের আঁধারে বেজেছিল
দুটি হৃদয়ের সিম্ফনি!

মনে পড়ে বুকপকেট থেকে বের করে দেয়া
সেই প্রথম গোলাপ?
যাদুকরী সুঘ্রাণ মাখা টুকটুকে লাল গোলাপ!
যার প্রতিটি পাপড়িতে আঁকা ছিল স্বপ্ন;
লেখাছিল প্রেমের কাব্য!

মনে কি পড়ে?
সেই নক্ষত্র খচিত রাতে
ময়ূরকণ্ঠী আঁচল বিছানো আকাশের দিকে তাকিয়ে
দুজনে একসাথে চিৎকার করে বলেছিলাম
এ হৃদয় আজ থেকে তোমার নামে লিখে দিলাম।

জল পতনের শব্দ

জল পতনের শব্দ শুনব বলে
খুলে রাখি মেঘের কাব্য
বেহায়া বাতাসে লুট হয়ে যায়
বুকের আশা;
লুট হয়ে যায় বৃষ্টিভেজা স্বপ্ন সাধ
আমার অলকানন্দা শহরের আকাশ বৃষ্টিহীন রেখে
উড়ে যায় মেঘ অচেনা শহরে...
জল পতনের শব্দ শুনব বলে
ঘোরগ্রস্ত মাটির সোঁদা গন্ধের ব্যাকুলতায়
প্রার্থনা করি মেঘের জন্য ;
উড়ে এসো মেঘ
সাদা সাদা মেঘ
কালো কালো মেঘ
উড়ে এসো জটাধারী বুনো মেঘ
গুরু গুরু ডাকে উড়ে এসো,
উড়ে এসো আকাশের গায়ে জলরং ছবি এঁকে।

মেঘের ভাঁজ খুলে
ময়ূর আবার ছমছম নেচে উঠুক আনন্দ উল্লাসে ;
মর্মর ধ্বনিতে পুচ্ছ মেলে–
ময়ূরীর মনোহরণের আড়ম্বরে সেজে উঠুক
জল পতনের শব্দে।

বিলাসী দুঃখ আমার

অতলান্তিক নৈঃশব্দ্যে যখন ঘুমিয়ে পড়ে শহর
সুখের পেয়ালায় থৈ থৈ আনন্দে চুমুক দিয়ে
তুমিও হয়তো এলিয়ে পড়ো বিলাসী বিছানায়;
জেগে থাকি আমি
আমার সঙ্গে জেগে থাকে রাতের নীরবতা
জেগে থাকে পঞ্চমীর চাঁদ ;
খুঁজতে থাকি আমার ফেলে আসা সোনালি দিন
হিরন্ময় সুখে স্বপ্নের চেয়েও সত্য হয়ে ওঠো তুমি;
কী অতলান্তিক গভীরতায়!
কী দুঃসাহসী ঘোরের মধ্যে খুঁজে ফিরি তোমাকে!
যেন চিরবাধ্য চিরঅনুগত মেয়ে আমি!
আসলে কি তাই?
কিছুটা একগুঁয়ে
কিছুটা জেদি, শক্ত, কঠিনও বটে!
সকল বিলাসিতা তুড়ি মেরে দূরে ঠেলে দিতে পারি অনায়াসে ;
থৈথৈ দুঃখের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে
মাথা উঁচু করে শিরদাঁড়া শক্ত রেখে
ঢক ঢক পান করতে পারি হেমলক।

অতলান্তিক নৈঃশব্দ্যে ঘুমিয়ে পড়ে আমার শহর
জেগে থাকি আমি
জেগে থাকে বিলাসী দুঃখ আমার!

আমার জেদ আমাকে রাতভর জাগিয়ে রাখে
স্বপ্ন দেখায় সোনালি সূর্যোদয়ের।

আগন্তুক

নীল আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ
রাস্তার দু'ধারে সারি সারি বৃক্ষ
কী পরম আত্মীয়তায় এক গাছের পত্রপল্লব
ছুঁয়ে আছে আরেকগাছের সবুজ পত্রপল্লব!
ছায়ায় ঘেরা সুশীতল তোমাদের ব্যাঙ্গালোর;
তোমাদের সবুজ শহরে আমি আগন্তুক
এসেছি দূরের এক বদ্বীপ থেকে
বাংলাদেশ তার নাম;
যেখানে কোজাগরী রাতে যুবতী চাঁদের আলো
ঠিকরে পড়ে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলির বুকে ;
যেমন করে কাবেরীর বুক আলো করে রাখে
আষাঢ়ী পূর্ণিমা!
তোমাদের সবুজ শহরে আমি আগন্তুক
কাবেরীর স্বচ্ছ শীতল জলে
ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে
মন পাগল করা ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে
দক্ষিণের মিষ্টি হাওয়ায়
সারি সারি ছায়া বৃক্ষে
মায়ায় জড়ালাম আমি ;
আমি তোমাদের শহরে এক আগন্তুক।

অমর সৃষ্টি অমিত্রাক্ষর

(কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে উৎসর্গীকৃত)

প্রিয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত,
তুমি তখন পঁচিশ বছরের টগবগে যুবক
তোমার কলমে উঠে এলো "দ্যা ক্যাপটিভ লেডি"
তোমার সৃষ্টিতে নারী দ্রোহ হয়ে উঠল মূর্ত ;
নারীর ক্ষমতায়ন, সমতা, মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়
সোচ্চার তোমার কলম
তোমার অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীরাঙ্গনা,
আঁখিজল লুকিয়ে শিশিরের ছলে সিক্ত ব্রজাঙ্গনা!

সনেট কবিতায় ভরে তুললে বাংলা সাহিত্য ভান্ডার
ক্রমশ হয়ে উঠলে তুমি নবজাগরণের কবি,
প্রতিবাদী বিদ্রোহী মহানায়ক;
তোমার চলনে, বলনে, লেখনীতে স্পষ্ট বিদ্রোহ!
মাতৃভাষা, মাতৃভূমির প্রতি গভীর প্রেমে তুমি মহিমান্বিত কবি; আমাদের মধুসূদন।

কবি, তখন তোমার বয়স কতইবা হবে!
তুমি লিখে ফেললে শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য "মেঘনাদ বধ" ;
তোমার বেদনাঘন জীবনে সে এক সুখের পালক!

এমন কতশত সুখের পালকে
তৈরি হয়েছে তোমার সাহিত্য মুকুট!

ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, শিল্প রীতিতে
তোমার "তিলোত্তমাসম্ভব" আজ ইতিহাস!
তুমি চলে গেছ কবি দূর বহুদূর...
আমাদের দৃষ্টি সীমানা পেরিয়ে অনন্তলোকে ;
তবুও তুমি বেঁচে আছো তোমার অনন্য সৃষ্টিতে
কবিতার মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়ে আছে
তোমার অমর সৃষ্টি অমিত্রাক্ষর!

কোথাও যাব না

আশ্বিনের পূর্ণিমায়
আকাশটা মায়ায় ভরা
পূর্ণিমার পূর্ণ পাহাড় যেন!
পরিযায়ী পাখির মতো মুক্ত ডানা মেলে
উড়ে বেড়াচ্ছে ভেজা মেঘ
অদূরেই ছাতিমের স্নিগ্ধ ছায়া ;
একঝাঁক জোনাকির মতো
সবুজাভ সাদা ফুল ফুটে আছে থোকায় থোকায়!

ভেজা চাঁদ
সামনে বহমান প্রমত্ত পদ্মা
ওপারে সীমান্ত...
চিরকালই শিশির সিক্ত আবছায়া!
এপারে ভেজা বাতাস!
আঁটোসাটো লেগে আছে ছাতিম ফুলের উতল করা মাতাল ঘ্রাণ ;
পূর্ণ পূর্ণিমায় স্নিগ্ধ স্নানে সপ্তপর্ণী!
আহা! মায়ায় ভরা কোজাগরী রাত!

দূর থেকে ভেসে আসে লক্ষীর পাঁচালী
হয়তো অদূরেই চলছে লক্ষী দেবীর আরাধনা
আমি স্নেহময় ছাতিম গাছে হেলান দিয়ে উর্ধ্বমুখে উচ্চস্বরে বললাম,
এ আকাশ আমার, জ্যোৎস্না আমার
এ শিশির সিক্ত বাতাস আমার
প্রমত্ত পদ্মা আমার
এ বৃক্ষ আমার, সবুজ আমার
এ মাটির মায়া ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না ;
কোথাও না।

নয় সে দূর

যে আছে ছন্দে আনন্দে
পুলক অনুভবে,
আছে না পাওয়ার বেদনার
দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাসে ;
মিশে আছে আদ্র বাতাসে
অক্সিজেন হয়ে প্রতিটি নিঃশ্বাসে ;
আছে বর্ষার বৃষ্টিতে
তোমার অনন্য সৃষ্টিতে
আছে কুয়াশা ভেজা চাদরে
লাল গোলাপের বসন্ত আদরে ;
সাত সমুদ্রের ওপারে থেকেও
নয় সে দূর বহুদূর!
তোমার পদ্মদিঘি হৃদয়ে সে
সদ্য ফোটা শাপলা শালুক!
অলিন্দের দেয়ালে কান পেতে শোনো...
অপরাহ্নেও কেমন বেজে চলেছে।
প্রেমের ভৈরবী সুর!
যে থাকে মনের গহীনে...
তেরো নদী সাত সুমুদ্দুর ;
সে নয় দূর বহুদূর!